কলকাতা উচ্চ আদালতে

দেওয়ানি আপীল এক্তিয়ার

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন

এবং

মাননীয় বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস

২০২৩ সালের এস এ টি ১৫৪

সহ

২০২৩ সালের ১ সি এ এন

শ্রীমতী শ্যামলী ব্যানার্জি-

বনাম

শ্রী. ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

আবেদনকারীদের জন্য ; **শ্রী অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি,**

শ্রী প্রাণ গোপাল দাস,

শ্রী তন্ময় সেট,

শ্রী শুভজিৎ গুপ্ত।

উত্তরদাতাদের জন্য ; **শ্রী প্রোবল মুখার্জি,**

শ্রীমতী শেবতী দত্ত

বিচার ; **১৮.১০.২০২৩**

<u>বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, -</u>

১। এই আপিলটি দ্বারা গৃহীত ০৯.০৬.২০২৩ তারিখের আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়।_২০১৭ সালের শিরোনাম আপিল নং ১৯৫ এবং সম্পর্কিত প্রথম আপিল আদালত_যার দ্বারা আপিল আদালত প্রথম ফাইল করতে বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করেছে_টি. এস নং ২৩৩৭ তারিখের -এ গৃহীত একতরফা আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আপিল **করে** ২১.০৪.২০১৭ এ।

২. সংক্ষিপ্ত তথ্য যা এই আপিল দায়ের করার দিকে পরিচালিত করেছিল তা নিম্নরূপঃ-

> বিবাদী/বাদী তফসিলভুক্ত সম্পত্তির দখল এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য একটি মামলা দায়ের করেন এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত এই আপিলকারীর বিরুদ্ধে উচ্ছেদের একতরফা ডিক্রি জারি করে সন্তুষ্ট হন।

এরপরে, এই আপিলকারী প্রথম আপিল আদালতে একটি আবেদন পেশ করেছেন যাতে বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে আবেদন সহ উল্লিখিত একপক্ষীয় আদেশটি বাতিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আপিলকারীর দ্বারা নেওয়া ভিত্তি হল যেহেতু তিনি একজন অষ্টজয়ী মহিলা এবং বিভিন্ন রোগে ভুগছেন এবং চণ্ডীগড়ে তাঁর মেয়ের সাথে বসবাস করছেন এবং সেই কারণে তিনি তার পরিচালনাকারী আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি। আপিলকারী আরও যুক্তি দেখান যে প্রথমবার যখন আদালতের জামিনদার নির্ধারিত প্রাঙ্গনে গিয়েছিলেন তখন তিনি উত্তরদাতার দায়ের করা মামলার ভাগ্য সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন।এই তথ্য পাওয়ার পর এই আপিলকারী এবং তাঁর মেয়ে কলকাতায় ছুটে যান এবং তাঁর বিদ্বান আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং একতরফা ডিক্রি সম্পর্কে জানতে পারেন। এরপরে, এই আপিলকারী প্রথম আপিল আদালতে আপিল দায়ের করেন যার ফলে ২৩২ দিন বিলম্ব হয়।

৩। উত্তরদাতাকে (এখানে) নোটিশ দেওয়া হয় এবং নোটিশ পাওয়ার পরে উত্তরদাতা সেই মামলায় হাজির হন এবং লিখিত আপত্তি দায়ের করেন যা উল্লিখিত আবেদনে বর্ণিত সমস্ত যুক্তি অস্বীকার করে। এটি উত্তরদাতার অবস্থান যে বর্তমান আপিলকারী বিচারিক আদালতের সামনে বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে সর্বদাই অবগত ছিলেন, খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এটি জানা সত্ত্বেও তিনি মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি এবং এইভাবে বিচারিক আদালত দ্বারা একতরফা ফরমান পাস করা হয়েছিল এবং তারপরে, মৃত্যুদণ্ডের মামলা দায়ের করার পরে তিনি আদালতের মাধ্যমে মৃত্যুর প্রাঙ্গণের দখল পেয়েছিলেন ২০১৭ সালের ৩৩ নম্বর।

৪. প্রথম আপিল আদালত আপিলকারীর অতীত আচরণের কথা বিবেচনা করে, অর্থাৎ বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক একতরফা ফরমান পাস করার আগে। বিভিন্ন রায় উল্লেখ করার পর এবং এই আপিলকারীর অতীত আচরণ বিবেচনা করার পর বিজ্ঞ আপিল আদালত জানতে পারে যে এই আপিলকারী মামলাটির বিচারাধীনতা সম্পর্কে বেশ সচেতন ছিলেন কিন্তু কলকাতায় এসে বিচারাধীন মামলার অগ্রগতি দেখার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে কোনও ঝোঁক ছিল না।

৫.। এটি অবিসংবাদিত যে উত্তরদাতা এই আপিলকারীর বিরুদ্ধে মামলার সম্পত্তির বিষয়ে দখল ও ক্ষতির পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করেছেন। এটি বিচারিক আদালত দ্বারা একপক্ষীয়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল ২১.০৪.২০১৭ তারিখে । এই আপিলকারী প্রথম আপিল আদালতে আবেদন দায়ের করেছেন উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে যার ফলে ২৩২ দিন বিলম্ব হয়েছে এবং এইভাবে আবেদনকারীর নির্দেশে সীমা আইনের ৫ ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করা হয়েছে যাতে বিলম্বের উক্ত দিনগুলিকে ক্ষমা করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। ০৯.০৬.২০২৩ তারিখের বিতর্কিত আদেশ পাস করে প্রথম আপিল আদালত এই আপিলকারীর দ্বারা পছন্দ করা সীমা আইনের ৫ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে।

৬. দেওয়ানি প্রসিডিউর কোডেরআদেশ IX বিধি ১৩ এবং ধারা ৯৬ (২)-এর একটি যৌথ পাঠে বলা হয়েছে যে বিবাদী যিনি একপক্ষীয় ফরমান ভোগ করেছেন তার দুটি প্রতিকার রয়েছেঃ-

i. হয় আদেশ IX বিধি ১৩ সিপিসির অধীনে একটি আবেদন দায়ের করার জন্য আদালতকে সন্তুষ্ট করার জন্য একতরফা ফরমান টি বাতিল করার জন্য যে সমন যথাযথভাবে পরিবেশন করা হয়নি বা যদিও পরিবেশন করা হয়েছিল, মামলা চলাকালীন তাকে আদালতে উপস্থিত হতে "পর্যাপ্ত কারণ" দ্বারা বাধা দেওয়া হয়েছিল শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল এবং

ii. প্রথম আপিল আদালতে মূল ফরমান থেকে নিয়মিত আপিল দায়ের করা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে একপক্ষীয় ফরমান টিকে চ্যালেঞ্জ করা। ধারা ৯৬ (২) সিপিসি-র পরিপ্রেক্ষিতে, আপিলটি এক তরফাভাবে পাস হওয়া একটি মূল ফরমান থেকে আসে। যে ক্ষেত্রে সিপিসি-র ধারা ৯৬ (২)-এর অধীনে আপিল দায়ের করা হয়, আপিল আদালতের ফরমান টির গুণাগুণ সম্পর্কে জানার এখতিয়ার রয়েছে। তবে উপরোক্ত দুটি বিধানের অধীনে তদন্তের সুযোগ সম্পূর্ণ আলাদা। কেবলমাত্র যেহেতু বিবাদী আদেশ IX বিধি ১৩ সিপিসি-র অধীনে আবেদনটি অনুসরণ করে, এটি আদেশ IX বিধি ১৩ সিপিসি-র অধীনে তার আবেদন খারিজ করা হলে বিবাদীকে আপিল দায়ের করতে নিষেধ করে না।

৭. আমরা আইনের এই প্রস্তাব সম্পর্কে উদাসীন নই যে ধারা ৯৬ (২) সিপিসি-র অধীনে আপিলের অধিকার একটি বিধিবদ্ধ অধিকার এবং বিবাদীকে কেবল এই ভিত্তিতে আপিলের বিধিবদ্ধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না যে নবম বিধি ১৩ সিপিসি-র অধীনে তার দায়ের করা আবেদন খারিজ করা হয়েছে। **ভানু কুমার জৈন বনাম অর্চনা কুমার এবং অন্য একজন (২০০৫) ১ এস. সি. সি. ৭৮৭-**এ রিপোর্ট করেছেন যেখানে মাননীয় আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণগুলি উদ্ধৃত করা যে যদি একতরফা ফরমান র বিরুদ্ধে আপিল খারিজ করা হয়,আদেশ IX বিধি ১৩-এর ব্যাখ্যার আলোকে যা কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা হবে,আদেশ IX বিধি ১৩-এর অধীনে একটি আবেদন রক্ষণযোগ্য হবে না তবে বিপরীতটি সত্য না হলেও, অর্থাৎআদেশ IX বিধি ১৩-এর অধীনে আবেদন খারিজ করার অর্থ এই নয় যে একতরফা ফরমান এর বিরুদ্ধে আপিল রক্ষণযোগ্য হবে না।

৮. উপরের উল্লেখিত **ভানু কুমার জৈন** (উপরে)-এর ক্ষেত্রে, মাননীয় শীর্ষ আদালত ৩৬ এবং ৩৮ অনুচ্ছেদে রায় দিয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, যে

৩৬. তবে, এটি প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বোক্ত মামলাগুলির কোনওটিতেই, মামলার যোগ্যতার ভিত্তিতে রায় ও ফরমান আক্রমণ করার বিষয়ে বিবাদীর অধিকার বিবেচনা করার জন্য পড়েনি। প্রথম আবেদনে ফরমান টির সঠিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার একটি বিধিবদ্ধ অধিকার। এই ধরনের অধিকার হ্রাস করা হবে না বা কোনও নিষেধাজ্ঞা নির্ধারণ করা হবে না যদি না সংবিধি স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দ্বারা তা বলে। (দীপাল গিরিশভাত সন্ট বনাম ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড এবং চন্দ্রবতী পি. কে. বনাম সি. কে. সাজত দেখুন)।

৩৮। দ্বৈততা, আমাদের মতে, এই বলে সমাধান করা যেতে পারে যে বিচার আদালত কর্তৃক একতরফা শুনানির জন্য মামলাটি পোস্ট করার আদেশের সঠিকতা বা অন্যথায় এবং/অথবা তার সামনে বিবাদীর অনুপস্থিতির জন্য পর্যাপ্ত মামলার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিবাদ উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হবে না, তবে আইনের ৯৬ (২) ধারার অধীনে তার দায়ের করা প্রথম আবেদনে মামলার যোগ্যতার উপর তর্ক করা তার পক্ষে উন্মুক্ত থাকবে যাতে সে যুক্তি দিতে সক্ষম হয় যে বাদীদের দ্বারা রেকর্ড করা উপকরণগুলি তার পক্ষে ফরমান পাস করার জন্য যথেষ্ট ছিল না বা মামলাটি অন্যথায় রক্ষণযোগ্য ছিল না। আদালতের এক্তিয়ারের অভাবও এই ধরনের আপিলের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য আবেদন হতে পারে। তবে, আমরা মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে একমত যে কোডের ৯ নং বিধি ১৩-এ সংযুক্ত "ব্যাখ্যা" একটি কঠোর গঠন পাবে যা এই আদালত ***রানি চৌধুরী, পি কিরণ কুমার এবং শ্যাম সুন্দর শর্মা বনাম পান্নালাল জয়সওয়ালের*** *ক্ষেত্রে বলেছিল।*

৯। এটি শ্রী প্রোবাল মুখার্জি, বিদ্বান বরিষ্ঠ কৌঁসুলি দ্বারা বলা হয়েছে। উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত হয়ে, যে একটি অবৈধতা বা দুর্বলতা রয়েছে প্রথম আপিল আদালতের অনুসন্ধানে।

১০। এটি শ্রী অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি, শিক্ষিত বরিষ্ঠ কৌঁসুলি দ্বারা বলা হয়েছে। যে সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫-এ "যথেষ্ট কারণ" অভিব্যক্তিটি এর উদার নির্মাণের প্রয়োজন যাতে যথেষ্ট ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য যখন

বিলম্ব কোনও অবহেলা বা নিষ্ক্রিয়তা বা আবেদনকারীর পক্ষ থেকে সৎ বা বিলম্বিত কৌশলের অভাবে হয় না।

১১. প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশ থেকে জানা যায় যে, যখন একপক্ষীয় ফরমান টি ২১.০৪.২০১৭-এ পাস করা হয়েছিল, তখন বর্তমান আপিলকারী যিনি একজন বৃদ্ধ মহিলা, তিনি চণ্ডীগড়ে তাঁর মেয়ের সাথে থাকতেন। যদিও তিনি বিচারিক আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য তাঁর পক্ষে আইনজীবী নিযুক্ত করেছিলেন, তবুও তিনি তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি এবং তাই নির্ধারিত প্রাঙ্গনের ক্ষেত্রে উক্ত একপক্ষীয় ফরমান টি পাস করা হয়েছিল। যখন আদালতের জামিনদার মালিকানা কার্যকরকরণ মামলা নং ১-এর সাথে সম্পর্কিত ফরমান কার্যকর করার জন্য মামলা প্রাঙ্গনে গিয়েছিলেন ২০১৭ সালের ৩৩ তারিখে প্রথমবার তিনি মামলার ভাগ্য সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং তারপরে, তিনি তড়িঘড়ি তাঁর মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় ছুটে যান এবং তাঁর বিদ্বান আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার পরে প্রথম আপিল আদালতে বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে আবেদন সহ একপক্ষীয় ফরমান টি বাতিল করার জন্য আবেদন দায়ের করেন। প্রথম আপিল আদালত আবেদনকারীর মামলাটি অবিশ্বাস করে এবং ০৯.০৬.২০২৩ তারিখের বিতর্কিত আদেশ পাস করে।

১২। সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ধারা ৫-এ ব্যবহৃত "পর্যাপ্ত কারণ" অভিব্যক্তিটি আদালতকে অর্থবহ পদ্ধতিতে আইন প্রয়োগ করতে সক্ষম করার জন্য যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক যা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে কাজ করে। বিলম্বের ক্ষমার আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোনও কঠোর ও দ্রুত নিয়ম রাখা হয়নি বা রাখা যেতে পারে না, তবে অনেক সিদ্ধান্তের মধ্যে এটি বারবার পর্যবেক্ষিত হয় যে এই জাতীয় বিষয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা দরকার যাতে দলগুলির মূল অধিকার কেবল এর ভিত্তিতে পরাজিত না হয়।

১৩। -এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট এটি পর্যবেক্ষণ করেছে **বালাকৃষ্ণন বনাম এম. কৃষ্ণমূর্তি** রিপোর্ট করেছেন **(১৯৯৮) ৭ এস. সি. সি ১২৩** যেখানে মাননীয়া আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-"

> *১১. সীমাবদ্ধতার নিয়মগুলি পক্ষগুলির অধিকারকে ধ্বংস করার জন্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য হল দলগুলি যাতে বিলম্বিত কৌশল অবলম্বন না করে, বরং সঠিকভাবে তাদের প্রতিকার চায়। আইনি ক্ষতির কারণে সৃষ্ট ক্ষতি মেরামত করার জন্য একটি আইনি প্রতিকার নিয়ে গর্ব করা। সীমাবদ্ধতার আইন এইভাবে ভোগ করা আইনি ক্ষতির প্রতিকারের জন্য এই ধরনের আইনি প্রতিকারের জন্য একটি জীবনকাল নির্ধারণ করে। সময় মূল্যবান এবং অপচয় সময় কখনই পুনরায় ব্যবহার করা হবে না। সময়ের প্রবাহের সময় নতুন কারণগুলি প্রয়োজনীয়তার জন্ম দেবে নতুন ব্যক্তিরা আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আইনি প্রতিকার চাইবেন।*

১৪। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়বিচারমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে আমরা দেখতে পাই যে আপিলের বিলম্বকে ক্ষমা করার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমরা দেখতে পাই যে আবেদনকারীকে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে আপিলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত কারণে বাধা দেওয়া হয়েছিল। আদালতকে প্রতিটি দিনের ব্যাখ্যাটি দেখার কথা নয় এবং যদি কোনও ঘটনাগুলির মধ্যে কোনও প্রতিসাম্য থাকে যা একটি শৃঙ্খলা তৈরি করে, এমনকি যদি কিছু অনুপস্থিত লিঙ্ক থাকে তবেও বিলম্বের ক্ষমা করার আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে আদালতের খুব বেশি প্রযুক্তিগত বা অতি প্রযুক্তিগত হওয়া উচিত নয়। অন্যদিকে আদালত পক্ষগুলির আচরণকে উপেক্ষা করতে পারে না এবং আবেদনপত্রের ক্ষেত্রে বিলম্বের ক্ষমাপ্রার্থনার ক্ষেত্রে তাদের আচরণের জন্য দায়ী ত্রুটিগুলি উপেক্ষা করতে পারে না।

১৫। আমরা এই বিষয়ে উদাসীন নই যে বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করার ফলে কোনও আবেদনকারীকে তার কারণ সামনে রাখা থেকে বিরত রাখা হবে। এমন কোনও অনুমান নেই যে আদালতে যেতে বিলম্ব করা সর্বদা ইচ্ছাকৃত। সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারার অধীনে 'পর্যাপ্ত কারণ' শব্দটি হওয়া উচিত। একটি উদার গঠন গ্রহণ করুন যাতে যথেষ্ট ন্যায়বিচারের অগ্রগতি হয়।

১৬. আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি এমন হওয়া উচিত নয় যাতে ব্যাখ্যায় ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায়, বরং যোগ্যতার ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে উৎসাহিত করা যায়। পর্যাপ্ত কারণ অভিব্যক্তিটি বিলম্বের দৈর্ঘ্যের সাথে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় কারণ পর্যাপ্ত ব্যাখ্যার উপর অত্যধিক বিলম্বকে ক্ষমা করা যেতে পারে। যদি বিলম্বটি অবহেলার ফল হয়, তবে মামলাকারীর পক্ষ থেকে ডিফল্ট বা নিষ্ক্রিয়তা এই ধরনের অবিবেচক মামলাকারীকে সীমা আইনের বিধানগুলি থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য আদালতের কাছ থেকে কোনও আশীর্বাদ পাওয়া উচিত নয়। আমাদের মনে কোনও দ্বিধা নেই যে বিলম্বের জন্য ব্যাখ্যাটি দেওয়া হয়েছে।

১৭। (২০১২) ১২ এস. সি. সি ৬৯৩-এ বি. মাধুরী গৌড় বনাম বি. দামোদর রেড্ডির মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রদত্ত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আমরা প্রলুব্ধ হয়েছি, যেখানে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনটি পক্ষগুলির এনজিএইচগুলিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়নি, বরং এটি নিশ্চিত করার জন্য যে তারা অযৌক্তিক বিলম্ব ছাড়াই তাদের অধিকারের সমর্থনের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। সীমাবদ্ধতার ধারণাকে আন্ডারলাইন করা হয়েছে যে প্রতিটি প্রতিকার কেবল আইনসভা দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকা উচিত এবং আদালতগুলি বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখে তবে শর্ত থাকে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিকার না পাওয়ার জন্য আবেদনকারী দ্বারা "পর্যাপ্ত কারণ" দেখানো হয়েছে।

১৮. বি. মাধুরী গৌড়ের (উপরে উল্লিখিত) উপরোক্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ৬ ও ৭ অনুচ্ছেদে মন্তব্য করেছে যেঃ-

> *"৬. ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের ৫ ধারা এবং অন্যান্য আইনে ব্যবহৃত "যথেষ্ট কারণ" শব্দটি যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক যা আদালতকে ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে অর্থবহভাবে আইন প্রয়োগ করতে সক্ষম করে। বিলম্বের জন্য আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোনও কঠোর নিয়ম এখনও তৈরি করা হয়নি বা করা যেতে পারে না, তবে বছরের পর বছর ধরে আদালত বারবার পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই ধরনের বিষয়ে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে কেবল বিলম্বের কারণে পক্ষগুলির মূল অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়।*

৭. কালেক্টর (এলএ) বনাম কাত্যে মামলায় এই আদালত পূর্ববর্তী রায়গুলি থেকে সরে এসেছিল যেখানে "পর্যাপ্ত কারণ" অভিব্যক্তিটির উপর কঠোর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ (এসসিসি পিপি. ১০৮-০৯. অনুচ্ছেদ ৩)

"৩। আইনসভা ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারা প্রণয়ন করে বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষমতা প্রদান করেছে যাতে আদালতগুলি যোগ্যতার ভিত্তিতে বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করে পক্ষগুলির প্রতি যথেষ্ট ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হয়। আইনসভা দ্বারা নিযুক্ত 'পর্যাপ্ত কারণ' অভিব্যক্তিটি পর্যাপ্তভাবে স্থিতিস্থাপক যাতে আদালতগুলিকে অর্থবহ পদ্ধতিতে আইন প্রয়োগ করতে সক্ষম করে যা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে-যা আদালত প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের জন্য জীবন-উদ্দেশ্য। এটি সাধারণ জ্ঞান যে এই আদালত এই আদালতে প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। তবে বার্তাটি শ্রেণিবিন্যাসের অন্যান্য সমস্ত আদালতে ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে হয় না। এবং এই ধরনের উদার দৃষ্টিভঙ্গি নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছে কারণ এটি উপলব্ধি করেছে যেঃ

(১) সাধারণত কোনও মামলাকারী দেরিতে আপিল দায়ের করে উপকৃত হন না।

(২) বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করার ফলে একটি প্রশংসনীয় বিষয় একেবারে দ্বারপ্রান্তে ফেলে দেওয়া হতে পারে এবং ন্যায়বিচারের কারণ পরাজিত হতে পারে। এর বিপরীতে, যখন বিলম্ব হয় তখন এটি সর্বোচ্চ যেটি ঘটতে পারে তা ক্ষমা করে দেওয়া হয় যে কোনও কারণ পক্ষগুলির কথা শোনার পরে যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

(৩) 'প্রতিদিনের বিলম্বকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে এর অর্থ এই নয় যে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। কেন প্রতি ঘন্টার বিলম্ব, প্রতি সেকেন্ডের বিলম্ব নয়? মতবাদ একটি যুক্তিসঙ্গত সাধারণ জ্ঞান বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

(৪) যখন একে অপরের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ন্যায়বিচার এবং প্রযুক্তিগত বিবেচনা করা হয়, তখন যথেষ্ট ন্যায়বিচারের কারণকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত কারণ অন্য পক্ষ অ-ইচ্ছাকৃত বিলম্বের কারণে করা অন্যায়ের ক্ষেত্রে নিজের অধিকার রয়েছে বলে দাবি করতে পারে না।

(৫) ইচ্ছাকৃতভাবে বা দোষপূর্ণ অবহেলার কারণে বা দুর্বোধ্যতার কারণে বিলম্ব করা হয়েছে বলে কোনও অনুমান নেই। একজন মামলাকারী বিলম্বের আশ্রয় নিয়ে উপকৃত হয় না। আসলে সে একটি গুরুতর ঝুঁকি চালায়।

(৬) এটি অবশ্যই বুঝতে হবে যে প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে অবিচারকে বৈধ করার ক্ষমতার কারণে বিচার বিভাগকে সম্মান করা হয় না, তবে কারণ এটি অন্যায় অপসারণ করতে সক্ষম এবং তা করার আশা করা হয়।এই দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়বিচার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে আপিলের বিলম্বকে ক্ষমা করার যথেষ্ট কারণ ছিল।

"১৯। উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী শ্রী প্রোবাল মুখার্জি অনুরোধ করেছিলেন যে যেহেতু প্রথম আপিল দায়ের করা অত্যন্ত বিলম্বিত হয়েছিল এবং বিলম্বের ক্ষমা করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা না থাকায় এই আদালতের এটিকে ক্ষমা করা উচিত ছিল না, তাই আমরা জমা দেওয়ার মধ্যে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। আমরা দেখতে পাই যে বর্তমান আপিলকারী বিলম্বের ক্ষমা করার জন্য" পর্যাপ্ত কারণ "তৈরি করেছিলেন এবং ক্ষমা করার ক্ষমতা বিবেচনামূলক হওয়ায় এটিকে উদারভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

২০। বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, সিপিসি-র নবম আদেশের বিধি ১৩-এর অধীনে আবেদনটি অনুসরণ করতে যে সময় ব্যয় করা হয়েছে তা প্রথম আপিল দায়ের করতে বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য "পর্যাপ্ত কারণ" হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশটি স্থায়ী হতে পারে না এবং এটি বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ।

২১. ফলস্বরূপ, ২০১৭ সালের ১৯৫ নম্বর টাইটেল আপিলের সাথে সম্পর্কিত প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ০৯.০৬.২০২৩ তারিখের আপত্তিকর আদেশ বাতিল করা হল এবং এই আপিল মঞ্জুর করা হল। একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল দায়েরে বিলম্ব মঞ্জুর করা হল। প্রথম আপিল আদালত "**শ্রীমতী শ্যামলী ব্যানার্জি বনাম শ্রী ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত**" শীর্ষক আপিলটি গ্রহণ করবে এবং আইন অনুসারে এটির বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে। আমরা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে আমরা বিষয়টির যোগ্যতা সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশ করিনি।

২২। খরচ হিসাবে কোনও আদেশ থাকবে না।

২৩। সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, তারও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৪. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপিগুলি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্মতি সাপেক্ষে দলগুলোর কাছে উপলব্ধ করা হবে ।

আমি একমত।

(বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন, .)

(বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly